যুগান্তর

তারিখ 3 APR 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে এনসিটিবির চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে

পাঠ্যবইয়ে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত

মুশতাক আহমদ

শেষপর্যন্ত ফেঁসে গেলেন জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) চেয়ারম্যান প্রধাপক মোস্তফা কামাল উদ্দিন। ইসলামের বিধান উল্টো করে লেখা ও কোরআন শরীফের আয়াতের বিকৃত অনুবাদের মাধ্যমে ধর্মীয় অনুভূতি আঘাত ও সরকারকে বেকায়দায় ফেলার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে। এই অভিযোগে সরকার তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মঙ্গলবার এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে সরকারের দু'প্রভাবশালী মন্ত্রী এ তথ্য প্রকাশ করেন। তারা বলেন, এ ব্যাপারে যথাযথ প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। সংশ্লিষ্টরা জানান, ৬ এপ্রিল তার দু'বছরের চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে। এ অবস্থায় তার বিরুদ্ধে [illegible] হচ্ছে : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

হচ্ছে : ব্যবস্থা নেয়া

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সরকারের 'যথাযথ' ব্যবস্থা নেয়ার ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে চেয়ারম্যানের পদে তার পুনর্নিয়োগ না দেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে যেকোন মুহূর্তে বিদায় ঘটতে পারে তার। সেই সঙ্গে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থার পথও উন্মুক্ত হতে পারে। তবে নিয়মিত চাকরির মেয়াদ বহু আগেই শেষ হয়ে যাওয়ায় সেরকম কোন সুযোগ নেই বলেও জানান সংশ্লিষ্টরা। কিন্তু এখনও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রভাবশালী ও ঊর্ধ্বতন দু'একজন কর্মকর্তা অবশ্য তাকে রক্ষার চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। যে কারণে সরকারের উচ্চপর্যায়ের মন্ত্রী এবং সিদ্ধান্তের পরও মঙ্গলবার শেষ বিকাল পর্যন্ত চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে কোন ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, তাকে ফের নিয়োগ দিতে লবিং-তদবির করছিলেন ওই চক্রটি।

চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে যত অভিযোগ: চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে কেবল পুস্তকে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে পরিস্থিতি তৈরির অভিযোগই নয়, বিনামূল্যের বইয়ের শত শত কোটি টাকার অর্থের ভাগ-বাটোয়ারা, একাদশ শ্রেণীর বই না ছেপে কালোবাজারিদের ব্যবসার সুযোগ করে দেয়া, নোট-গাইড ব্যবসায়ীদের ছাড় দেয়ার মতো নানা অপকর্মের অভিযোগও রয়েছে। আরও অভিযোগ, এসব অপকর্ম করতে গিয়ে তিনি এনসিটিবিতে ১৬/১৭ জনের একটি সিন্ডিকেট গড়ে তোলেন। প্রতিষ্ঠানটির সচিব, বিতরণ ও উৎপাদক নিয়ন্ত্রক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী সমিতির কয়েকজন নেতা, ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ প্রমুখ তার সিন্ডিকেটের সদস্য। এরা পরস্পরে যোগসাজশে মন্ত্রণালয়ের উচ্চপর্যায়ের ওই দু'একজন কর্মকর্তার [illegible] নানাভাবে স্বার্থ নিশ্চিত করে থাকে। সূত্র জানায়, এসব কারণেই মন্ত্রণালয়ের সিন্ডিকেট এ চেয়ারম্যানকে রক্ষার্থে মরিয়া হয়ে নেমে পড়েছে। এখানেই শেষ নয়, মন্ত্রণালয়ের বাইরে বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যবসায়ীকেও তিনি ব্যবহারের চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

পাঠ্যপুস্তক কেন্দ্রিক বক্তব্য : নবপ্রবর্তিত পাঠ্যবইয়ে কোরআনের বিকৃত অনুবাদ এবং ইসলামের বিধান উল্টো করে লেখা এবং যৌনতা, ব্লু-ফিল্ম ও পর্নোগ্রাফি সংক্রান্ত পাঠ ও আলোচনা খোলামেলাভাবে উপস্থাপনের মতো অভিযোগ এই চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে। পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত বিভিন্ন বইয়ে শুধু আল্লাহ-রাসূল (সা.) বিরোধী আলোচনাই নয়, রয়েছে অশ্লীলতা ও যৌনতার ছড়াছড়ি। নৈতিকতা, প্রজনন শিক্ষা ও কিশোর অপরাধ প্রতিরোধের আড়ালে ব্লু-ফিল্ম, পর্নোগ্রাফি ও যৌনবিষয়ক আলোচনা অত্যন্ত খোলামেলাভাবে তুলে ধরা হয়। এরই মধ্যে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণী 'শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য' অষ্টম শ্রেণীর 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' পাঠ্য বইতে ব্লু-ফিল্ম, পর্নোগ্রাফি, প্রজনন ও যৌনতা বিষয়কে তুলে ধরা হয়। এছাড়া পঞ্চম ও নবম শ্রেণীর ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের বাংলা সাহিত্য বইতে আল্লাহ ও ইসলাম অবমাননা, কোরআন ও ইতিহাস বিকৃতি আর মিথ্যাচারের প্রমাণ পাওয়া গেছে। পঞ্চম ও নবম শ্রেণীর ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা এবং মাদ্রাসার নবম শ্রেণীর বাংলা সাহিত্য বইয়ে মিথ্যাচার, কোরআনের আয়াতের বিকৃত অনুবাদ এবং কোরআনের বিধানকে উল্টো করে লেখা হয়েছে। এর মধ্যে পঞ্চম শ্রেণীর ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বইয়ের ৫৮ পৃষ্ঠায় ইসলামের ইতিহাসের বিকৃতি করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, ইসলাম এতো উদার যে, মহানবি (সা.) ইয়াহুদি, খ্রিষ্টান ধর্মযাজকদের মদিনা মসজিদে এবাদত করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। অথচ ইসলামী বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এটা ইতিহাসের বিকৃতি ও মিথ্যাচার। নবম-দশম শ্রেণীর ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা পবিত্র কোরআনের আয়াতের অর্থ বিকৃত করা হয়। ওই বইয়ের জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদ পাঠে সূরা আনফালের ৩৯ নম্বর আয়াতের অর্থ বিকৃত করে লেখা হয়েছে এভাবে— তোমরা (ইসলাম ও মানবতাবিরোধী শত্রুর বিরুদ্ধে) লড়াই করবে। যতক্ষণ না ফেতনা ফাসাদ ও অশান্তি চিরতরে নির্মূল হয়ে যায় এবং দ্বীন সার্বিকভাবে আল্লাহর জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। অথচ এই আয়াতেরই ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত বহুল পঠিত মারেফুল কোরআনে সঠিক অনুবাদ হচ্ছে— 'তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাও যতক্ষণ না ফেতনা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহর দ্বীন সার্বিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

অভিযুক্তের বক্তব্য : এনসিটিবি চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোস্তফা কামালউদ্দিন বিকালে জানান, তার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেয়ার মতো কোন তথ্য তিনি জানেন না। তিনি এ সংক্রান্ত কোন চিঠিও পাননি। বলেন, পাঠ্যবই তিনি লিখেননি। লিখেছে লেখকরা। বিষয়টি জানার পর সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। মাঠপর্যায়ে চিঠি দেয়ার পর স্কুলে স্কুলে ওই অংশ কালি দিয়ে ঢেকে ফেলা হয়েছে। আর ওয়েবসাইটেও পরিবর্তন এসেছে। আগামী বছর আর এসব ভুলত্রুটি থাকবে না।